



পত্নানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীমৎস্বামীজী মহাশয় ।

“ଗୀତାସ୍ତେହଂ ତିଷ୍ଠାମି ଗୀତା ମେ ଚୋକ୍ଷୟଂ ଗୃହମ୍ ।
ଗୀତାଜ୍ଞାନମୁପାସ୍ରିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ୍ ଲୋକାନ୍ ପାଳୟାମ୍ୟହମ୍ ॥
ଗୀତା ମେ ପରମା ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ନ ସଂଶୟଃ ।
ଅର୍ହମାଜ୍ଞାକରା ନିତ୍ୟା ସାନିର୍ବୀଚ୍ୟାପଦାଞ୍ଚିକା ॥”

ଗୀତାମାହାତ୍ମ୍ୟାନ୍—୩—୮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্র দ্বিজয় বসু-

প্রণীত

পট্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত

—*:::—

পঞ্চম ভাগ।

তৃতীয় স্কন্ধ—প্রথম খণ্ড,

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—*:::—

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।

মেট্‌কাফ প্রেস,

৭৯ নং বলরাম রে ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

—

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,

দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,—কলিকাতা।

—

[মূল্য,—১০০, ভাল বাঁধাই ২৭ টাকা।

“সমং সৰ্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্ন্তংস্ববিনশ্ন্তং যঃ পশ্নতি স পশ্নতি ॥
সমং পশ্নন্ হি সৰ্ক্স সমবস্থিতমৌশ্বরম্ ।
ন হিনশ্ন্ত্যঃস্বনাশ্বানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥”

(গীতা, ১৩।২৭-২৮ ।)

বিজ্ঞাপন ।

গীতার পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় মাত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বাহ্য তত্ত্বজ্ঞানার্থ, তাহাই বিবৃত হইয়াছে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ, জ্ঞান-অজ্ঞান, জ্ঞেয় ব্রহ্ম, এবং প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব অতি দুজ্ঞেয়; উপনিষদ, বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শন বিশেষভাবে না জানিলে এ সকল তত্ত্ব বুঝা যায় না। ব্যাখ্যায় এই সকল মূল তত্ত্ব, উপনিষদ ও উক্ত দর্শনের সহিত আলোচনা করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে। গীতায় যে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে গীতার্থ প্রকৃতরূপে জানা যায় না। বাহাতে সে অর্থ জানা যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। ইতি—

ডি: ১০
১০৭

দেবধাম, বারাণসী

শ্রীপঞ্চমী ১৩২৩ সাল,

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু ।

ବଦନ୍ତି ତଂ ତଦ୍ବିଦନ୍ତଃ ବଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନମନ୍ତରାମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନିତି ଶବ୍ଦାତ୍ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ୍ ୧୫୨